খ্রীস্টবিশ্বাসীর মৃত্যু

(Death of a Christian)

আদিপুস্তক ৪৯:২৯-৫০:২৬ পদ

আদিপুস্তক যাকোব ও যোষেফের মৃত্যু বর্ণনার দ্বারা শেষ হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাসী যাকোব ও যোষেফের কাছে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। কারণ, বাইবেলের অন্যান্য বিশ্বাসী চরিত্রের মতো তারাও আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্ক্ষা করেছে (ইব্রীয় ১১:১৬)। আর সেই উত্তম দেশের উদ্দেশে যাত্রা মৃত্যুর দ্বারা শুরু হওয়ায়, মৃত্যু তাদের কাছে কোনও দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব নয়, কিন্তু তা হল তাদের জীবনের উপযুক্ত সমাপ্তি। পৌলের কথা মতো, হ্যাঁ, মৃত্যু হল আমাদের শেষ শত্রু (১করিন্থীয় ১৫:২৬), কিন্তু এ হল এমন শত্রু, যার ক্ষমতা সীমবদ্ধ এবং যার উপর জয়লাভ সম্ভব।

যাকোব ও যোষেফ সাধারণ অর্থে কেবল উত্তম মৃত্যুর অধিকারী হয়নি। এই কথার অর্থ, তাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, এবং বিশেষ কষ্ট না পেয়ে, প্রিয়পাত্রদের উপস্থিতিতে তারা মারা গেছিল- তারা কেবল এই অর্থে উত্তম মৃত্যু মরেনি। পরিবর্তে, যে অর্থে তারা উত্তম মৃত্যু মরেছিল, তা হল, তারা বিশ্বাসে মরেছিল, অর্থাৎ তারা জানত যে, মৃত্যুই তাদের জীবনের প্রকৃত কাহিনীর সমাপ্তি ছিল না। যাকোব ও যোষেফের কাছে পৃথিবীতে তাদের জীবনের সমাপ্তি ছিল তাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা মাত্র, যা পরবর্তী উত্তমতর অধ্যায়ের সূচনকারী।

এ কথা বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের প্রতি একই ভাবে প্রযোজ্য, যেহেতু আমাদের জীবনকালে আমাদের প্রভুর আগমন না ঘটলে, আমাদের প্রত্যেককেই একদিন মরতে হবে। আর তাই, এই অবশ্যম্ভাবি ঘটনার জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রস্তুত থাকা। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা কীভাবে মৃত্যুর ক্ষমতার উপর জয় পেতে পারি; আর তা হল, জীবিত ঈশ্বরের মহত্তর ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যর দৃষ্টিকোন থেকে মৃত্যুর বাস্তবতাকে গ্রহণ করা। ৫০ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে আমরা দুটি উপদেশের মাধ্যমে উপলব্ধি করব: আজ আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে ও শেষে যাকোব ও যোষেফের যে মৃত্যুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করব। আগামী সপ্তাহে আমরা এই দুই মৃত্যু বর্ণনার মধ্যবর্তী অংশে যোষেফের ভাইদের সঙ্গে যোষেফের কথাবার্তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করব।

ক। যাকোবের মৃত্যু

যাকোব ১৪৭ বৎসর বৎসর বেঁচেছিল(৪৭:২৮ পদ), যখন মানসিক দিক থেকে যাকোব ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ। যাকোবের মৃত্যুশয্যার চারপাশে আমরা তার সমস্ত ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি, যারা এখন একে অন্যের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করছে। মৃত্যুর পূর্বে, কেবল তার সন্তানদের নয়, কিন্তু তার নাতিদেরও দেখতে পাবার ও তাদের আশীর্বাদ করার সুযোগ যাকোব পেয়েছে। মৃত্যুশয্যায় যাকোব তার ছেলেদের কাছে তার শেষ ইচ্ছার কথা বলেছে, আর তা হল, কনান দেশের মম্রির সামনে মক্‌পেলা গুহাতে যেন যাকোবকে অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও সারার সঙ্গে কবর দেওয়া হয় (৪৯:২৯-৩২)। আশ্চর্যের বিষয় হল, যাকোব তার মৃত্যুতে কিন্তু তার অপ্রিয় স্ত্রী লেয়ার সঙ্গে কবরপ্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করেছে, যেখানে তার ঠাকুরদা অব্রাহাম, ঠাকুরমা সারা, বাবা ইস্‌হাক, মা রিবিকা, ও স্ত্রী লেয়াকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তার ভালোবাসার স্ত্রী রাহেলকে এখানে নয়, কিন্তু ইফ্রাতের, অর্থাৎ বৈৎলেহেমের পথের ধারে কবর দেওয়া হয়েছিল (৩৫:১৯; ৪৮:৭)। যাকোব কিন্তু তার ভালোবাসার স্ত্রীর কবরের কাছে কবরপ্রাপ্ত হতে ইচ্ছা না করে, তাদের পৈত্রিক কবরে সমাধিস্থ হতে ইচ্ছা করেছে। আর এর দ্বারা যাকোব সদাপ্রভুর প্রতি তার বিশ্বাসের শেষ কাজটি করেছে। আমরা জানি আকাশের তারা ও সমুদ্রের বালির ন্যায় তার বংশধরদের পাশাপাশি ঈশ্বর অব্রাহামকে কনান দেশের উপর অধিকার দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (১৫:৫, ৭; ২২:১৭;)। ইস্‌হাকের প্রতি ঈশ্বর আবার এই প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি করেছিলেন (২৬:৩-৪; ৩৫:১২)। কিন্তু সেইদিন পর্যন্ত ঈশ্বর তাদেরকে কনান দেশের খুবই সামান্য অংশের মালিক করেছিলেন (অব্রাহামের দ্বারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মক্‌পেলা গুহা ও যাকোবের দ্বারা শিখিমের সামান্য ভূমি)। যাকোব চাইলে তার মৃত্যুর পর তাকে মিসর দেশে জাতীয় শোকের সম্বর্ধনা দেওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু যাকোব তা অস্বীকার করেছে এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশের পৈত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমাধিস্থ হতে ইচ্ছার দ্বারা তার বিশ্বাসের শেষ নিদর্শন রেখেছে।

৫০:৩ পদে বলা হয়েছে, *"মিসরীয়েরা তার জন্য ৭০ দিন ধরে শোক করল।"* সেই সময় ফরৌণের মৃত্যু হলে ৭২ দিন ধরে শোক করা হত। এখানে যাকোবের জন্য তার থেকে মাত্র ২ দিন কম শোক করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ, মিসরবাসীরা যোষেফ ও তার পিতার প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেছিল। ৫০:৭-৯ পদে যাকোবের কবরের জন্য মিসর থেকে বিরাট এক দলের যাত্রার কথা বলা হয়েছে, *"যোষেফ নিজের পিতার কবর দিতে যাত্রা করল, আর ফরৌণের দাসরা সকলে- তার বাড়ীর প্রাচীনরা ও মিসর দেশের প্রাচীনরা- এবং যোষেফের পরিবার, তার ভাইরা ও তার পিতৃকুল তার সঙ্গে গমন করল; তারা গোশন প্রদেশে কেবল তাদের বালক-বালিকাদের, মেষপাল, ও গরুপাল রেখে গেল। তার সঙ্গে রথ ও অশ্বারোহীরাও গমন করল, অতি ভারি সমারোহ হল।"* ১০-১১ পদে কনান যাবার জন্য যে পথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা মিসর থেকে কনান যেতে লোকেরা সাধারণত যে পথ বেছে নিত, সেই পথ নয়। এর কারণ কী? বেশির ভাগ ঈশতাত্ত্বিক এর কারণ হিসাবে রাজনৈতিক দিককেই নির্দেশ করেছেন: এমন একটি বিরাট দলের যাত্রার মধ্যে পার্শবর্তী দেশের রাজারা যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছিল, তাই তাদের ঘোরা পথে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে ভালো যে কারণকে আমরা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, যাকোবের মৃতদেহ সেই পথ পেরিয়ে কনানে উপস্থিত হয়েছিল, যে পথে তার বংশধররা প্রায় ৪০০ বৎসর পর মিসর থেকে যাত্রা শুরু করে কনানে উপস্থিত হবে। আদিপুস্তক ৪৬:৩-৪ পদে, কনান ত্যাগ করে মিসর যাত্রার প্রারাম্ভে, সদাপ্রভু ঈশ্বর যাকোবকে দর্শন দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, *"তুমি মিসরে যেতে ভয় কোরো না, কারণ সেই স্থানে আমি তোমাকে বৃহৎ জাতি করব। আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাব, এবং আমিই সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনব।"* ঈশ্বর তাঁর কথা রেখেছেন, আগামী দিনে তিনি যে যাকোবের বংশধরদের মিসর থেকে কনানে ফিরিয়ে আনতে চলেছেন, তার পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে ঈশ্বর যাকোবের মৃতদেহকে এইভাবে এইপথে কনানে ফিরেয়ে আনলেন। এইভাবে যাকোবের মৃতদেহকে কনানে ফিরিয়ে এনে আগামীদিনে যে ঈশ্বর তার বংশধরদেরও মিসর ত্যাগ করে কনানে ফিরিয়ে আনতে চলেছেন, তার পক্ষে চিহ্ন ও গ্যারান্টি হিসাবে, তথা প্রতিজ্ঞার 'প্রথমফল' হিসাবে কাজ করেছে (১করিন্থীয় ১৫:২০)। এইভাবে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রেখে যাকোব মরেছিল, তাই আমরা তার মৃত্যুকে উত্তম মৃত্যু বলতে পারি।

খ। যোষেফের মৃত্যু

যোষেফও উত্তম মৃত্যু মরেছিল। ১১০ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয় (২২ পদ)। মিসরের বিভিন্ন সাহিত্য অনুসারে এই বয়স ছিল মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ভালো বয়স। কেবল তাই নয়, ২৩ পদে বলা হয়েছে, *"যোষেফ ইফ্রয়িমের পৌত্র (নাতি) পর্যন্ত দেখল।"* এ কথার অর্থ, যোষেফ তার পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্মকে পর্যন্ত দেখে যেতে পেরেছিল। এখন, যোষেফ যদিও তার ১১০ বৎসরের পার্থিব জীবনের ৯৩ বৎসর মিসর দেশে কাটিয়েছিল (১৭ বৎসর বয়সে তাকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়), তথাপি মিসর তার নিজস্ব গৃহ ছিল না। যোষেফ নিজেকে সেই দেশে প্রবাসী জ্ঞান করেছে। পিতার ন্যায় যোষেফের মনও পড়েছিল সেই কনানে, যেখানে প্রত্যাবর্তনের প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর তার পিতার প্রতি করেছিলেন। যোষেফ সেই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রেখে মৃত্যুর পূর্বে তার ভাইদের এমন কথা বলেছে, *"ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন, এবং অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে যে দেশ দিতে তিনি দিব্য করেছেন, তোমাদেরকে এই দেশ থেকে সেই দেশে নিয়ে যাবেন"* (২৪ পদ)। ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসের কথা কেবল মুখে বলে যোষেফ ক্ষান্ত হয়নি, মৃত্যুর পূর্বে সে তার ভাইদের এই নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন যোষেফের মৃতদেহকে একটি চলমান শবাধারে রাখে, যাতে ইস্রায়েল যখন মিসর ত্যাগ করে কনানে যাত্রা করবে, তখন যোষেফও তাদের সঙ্গে কনানে যেতে পারে: *"যোষেফ ইস্রায়েল সন্তানদের এই দিব্য করাল, বলল, ঈশ্বর অবশ্য*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন, আর তোমরা এই স্থান থেকে আমার অস্তি (হাড়) নিয়ে যাবে। . . . লোকেরা তার দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিয়ে তা মিসর দেশে এক শবাধারের মধ্যে রাখল'' (২৫-২৬)।

নিজেদের দেহের সমাধি সম্বন্ধে এখানে আমরা যাকোব ও যোষেফের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। যোষেফ কিন্তু তার পিতা যাকোবের মতো সরাসরি কনানে তার মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে মক্‌পলা গুহাতে সমাধিস্থ করার কথা বলেনি। যোষেফও তার পিতার ন্যায় একই ইচ্ছা করতে পারত, কিন্তু তা কেন করেনি? যোষেফ এখানে তার এই ইচ্ছার দ্বারা ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি আরও দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে। যাকোবের মৃতদেহ কনানে নিয়ে যাওয়া ছিল একক ব্যক্তি হিসাবে মিসর থেকে যাকোবের বহির্গমন, যা ছিল আগামী দিনে তার বংশধরদের মিসর থেকে বহির্গমনের পক্ষে গ্যারান্টি, কিন্তু তা যাকোবের কনানে সমাধিস্থ হবার উপর নির্ভরশীল ছিল না। অর্থাৎ, যাকোবের বংশধরদের প্রতি যাই ঘটুক না কেন, যাকোবের মৃতদেহ নিরাপদে কনানে সমাধিস্থ হয়েছিল। কিন্তু যোষেফের প্রতি এই কথা প্রযোজ্য নয়। যোষেফ তার বংশধরদের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ আশাকে যুক্ত করেছিল। ইস্রায়েল যদি চিরকাল মিসরে থাকে, যোষেফও তাদের সঙ্গে সেখানে থাকবে; আবার ঈশ্বর যদি তার বংশধরদের মিসর থেকে বের করে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যান, তাহলে যোষেফের অস্তি সকলও তাদের সঙ্গে কনানে যাবে। অর্থাৎ, যোষেফ তার ভবিষ্যৎ বিশ্রামের স্থানকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার উপর বিশ্বাসে সাধন করেছে।

২৬ পদে বলা হয়েছে, লোকেরা যোষেফের দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিয়ে, তা মিসর দেশে এক ***শবাধারের*** মধ্যে রাখল। বাংলায় একে শবাধার বলা হয়েছে, ইংরাজিতে "*coffin*" বলা হয়েছে। কিন্তু ইস্রায়েলীদের রীতি অনুসারে, তাদের মৃতদেহকে কফিনবাক্সের মধ্যে রাখা হত না, তারা তাদের মৃতদেহকে কাপড়ে জড়িয়ে গুহার মধ্যে রাখত অথবা মাটিতে পুঁতে দিত। হিব্রু বাইবেলে 'শবাধারের' জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং 'নিয়ম-সিন্দুকের' জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তারা এক। আর তাই আমরা যে কথা বলতে পারি, তা হল, ৪০০ বৎসর পর প্রান্তরে ইস্রায়েলীরা দুটি সিন্দুক বহন করছিল, তাদের একটি হল ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক, এবং অন্যটি হল যোষেফের অস্তিপূর্ণ সিন্দুক (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৯; যিহোশূয় ২৪:৩২)- উভয়েই তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষী ছিল।

গ। খ্রীস্টবিশ্বাসীর মৃত্যু

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর বিষয় আমরা এখানে শিক্ষা পাই। খ্রীস্টবিশ্বাসীর দেহকে যখন সমাধিস্থ করা হয়, তখন যে কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, সেই খ্রীস্টবিশ্বাসীর দেহ যদিও আমাদের সামনে কফিনবাক্সে শোয়ান থাকে, কিন্তু সেই বিশ্বাসী আর আমাদের মধ্যে থাকে না। কোনও খ্রীস্টবিশ্বাসীর মৃত্যুতে বিশ্বাসী আমরা যখন মিলিত হই, তখন আমরা কেবল সেই মৃতব্যক্তির জীবনের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করি না; কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করি এবং সেই বিশ্বাস ঘোষণা করি যে, সেই খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বর যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, তা তিনি তার মৃত্যুতেও প্রদর্শন করবেন। আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসীর মৃতদেহকে যখন কফিনবাক্সের মধ্যে রাখি, তখন আমরা আমাদের আগামী যাত্রা বা বহির্গমনের প্রতি বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকি: যখন শেষ তূরীধ্বনি হবে, তখন প্রথমে বিশ্বাসী মৃতদের দেহ অক্ষয় হয়ে উত্থাপিত হবে ও তাদের আত্মারা তাদের গৌরবান্বিত পুনরুত্থিত দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। আর খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় যে সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, তারা আকাশে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য একসঙ্গে তাদের সহিত মেঘযোগে নীত হবে (১ করিন্থীয় ১৫:৫২; ১থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৭)। যখন আমরা সেই মৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীর কফিনবাক্সকে কবরে মাটির মধ্যে স্থাপন করি, তখন মাটিতে বীজ পোঁতার ন্যায় কাজ আমরা করি, তখন তা এই প্রত্যয়ে করি যে, প্রভু তাঁর আপন ক্ষমতায় তাঁর নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে মহিমায় উত্থাপিত করবেন। আমরা তা দৃঢ় প্রত্যয়ে করে থাকি, কারণ, যখন যীশু খ্রীস্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন ও মহিমায়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্বর্গারোহণ করেছেন, তখন যারা খ্রীস্টে আত্মিক জন্ম লাভ করেছে, তাদের প্রথম ফল (অগ্রিমাংশ) হিসাবে তিনি তা করেছেন। ১করিন্থীয় ১৫:২০ পদে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু সত্যিসত্যি খ্রীস্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ।"* আর তাই, আমরা যারা খ্রীস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তারা কেউই তাঁর পুনরুত্থানের জীবন থেকে পৃথকীকৃত হব না। লাসারের কবরের সামনে প্রভু যে কথা বলেছিলেন, আমরা তা স্মরণ করি, *"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকবে। আর যে কেউ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে"* (যোহন ১১:২৫-২৬)।

তাই, যখন আমাদের মৃত্যুর সময় আসে, তখন আমরাও যোষেফের মতো আমাদের অস্তিকে সেই দৃঢ় প্রত্যাশায় কবরে স্থান দিতে পারি যে, আমাদের দেহও খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিনে পুনরুত্থিত হবে। আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমরা নিশ্চয়ই দুঃখ করব, তার শূন্যস্থানের জন্য শোক করব। কারণ, মৃত্যু এখনও আমাদের প্রত্যেকের জীবনে শেষ শত্রু। তথাপি, মৃত্যু এখন পরাজিত শত্রু, যার হুল খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে (১করিন্থীয় ১৫:৫৫-৫৭)। আর যীশু খ্রীস্ট হলেন আমাদের আগামী পূর্ণ উত্তরাধিকারের প্রথম ফল। আবার, যীশু খ্রীস্ট হলেন আমাদের বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা (ইব্রীয় ১২:২)। তাই, তিনি আমাদের যে নিখুঁত ধার্মিকতা দেন, তার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হই। যীশুর পুনরুত্থান যেমন সত্য, ঠিক তেমনই আমরা যে তাঁর সঙ্গে অনন্ত কাল কাটাতে চলেছি, তা-ও সত্য। মৃত্যু শেষ কথা নয়; মৃত্যু হল শুরুর কথা। কারণ, এর দ্বারা প্রথমত, আমরা পাপের সঙ্গে লড়াই থেকে মুক্ত হই, এবং দ্বিতীয়ত, পূর্ণ মাত্রায় অনন্ত জীবন উপভোগে প্রবেশ করি। তাই, বিশ্বাসীর কাছে মৃত্যু সেই দ্বাররক্ষকের ন্যায় কাজ করে, যে পূর্ণ মাত্রায় অনন্ত জীবন উপভোগের জন্য দরজা খুলে দেয়। বিশ্বাসীর মৃত্য সূর্যাস্ত নয়, কিন্তু সূর্যোদয়, যা আমাদের পুনরুত্থিত প্রভুর মুখের আলোকরশ্মির দ্বারা আলোকীত।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com